যায়যায়দিন

তারিখ ... 3 JAN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দেখাদেখি করে উত্তর প্রদান করতে পারে। এ কারণে একজন দুর্বল শিক্ষার্থীর পক্ষে পাস নাম্বার এমনকি চতুর শিক্ষার্থীর জন্য লেটার নাম্বার পাওয়া কঠিন হয় না। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তনের কারণে বাইরে থেকে নকল সরবরাহ কমে গেলেও পরীক্ষাকেন্দ্রের ভেতরে পরীক্ষার্থীরা দেখাদেখি করার সুযোগ পায় অর্থাৎ দেখাদেখির সুযোগ করে দেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া এসএসসি এবং এইচএসসির পর্যায়ে অনেক বিষয়ে ব্যবহারিক নাম্বারের বিধান থাকায় সহজেই নাম্বার পাওয়া যায়। ব্যবহারিক নাম্বার শিক্ষার্থীর কোন যোগ্যতা বিবেচনায় দেয়া হয় তা সবার জানা। যে শিক্ষার্থী জীবনে একবারও ল্যাবের চৌকাঠে পা রাখেনি সেও ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রায় পূর্ণ নাম্বার পায়। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোসহ যে সব বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিধান রয়েছে; সেসব বিষয়ে টাকার বিনিময়ে কেন্দ্রগুলো থেকে অধিক নাম্বার পাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। বাস্তব সত্য হলো- দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরির অভাব থাকলেও এ বিষয়ে প্রাপ্য নাম্বারের কোনো অভাব দেখা যায় না। এসব কারণে দেখা যাচ্ছে, একজন পরীক্ষার্থী শ্রেণী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করেও বছর শেষে পরীক্ষা দিয়ে ভালো ফল লাভ করছে। প্রশ্নপত্র সহজীকরণ করার প্রবণতাও সাম্প্রতিককালে অধিক নাম্বার পাওয়ার একটি কারণ। পরীক্ষা পদ্ধতি সহজ করে অথবা খাতা মূল্যায়নে নমনীয়তা প্রদর্শন করে পাসের হার বাড়ালে অযোগ্য শিক্ষার্থী পাস করবে এটাই স্বাভাবিক।

গত কয়েক বছর থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজেদের শতভাগ পাসে কৃতিত্ব দাবি করছে। সরকারও এটিকে শিক্ষার অগ্রযাত্রা বলে গণ্য করছে। দেখা যাচ্ছে, রাজধানী এবং বিভাগ পর্যায়ের কিছু প্রতিষ্ঠানই ঘুরে ফিরে এই তালিকায় আসছে। গ্রাম বা মফস্বল শহরের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফেলের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি। তাই শতভাগ পাসের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিয়ে শিক্ষার মানের প্রতিফলন ঘটে না; তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তাই শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবাচকতা দিয়ে শিক্ষার মানের কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

একটি দেশের শিক্ষার মান যাচাইয়ের প্রথম বিবেচ্য বিষয় হলো সে দেশের ঘোষিত শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হলো তা নিরূপণ করা। প্রায় প্রত্যেক দেশের শিক্ষা পরিকল্পনা বা শিক্ষা নীতিতে এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষিত থাকে। পরীক্ষা বা মূল্যায়ন হলো এসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিমাপ বা যাচাই করার কার্যকর পদ্ধতি বা উপায়। বাংলাদেশের পরীক্ষা পদ্ধতি তা সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারছে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি বা মূল্যায়ন পদ্ধতিতে এখনো নানা ত্রুটি বিদ্যমান। দেশের প্রচলিত পাবলিক পরীক্ষাগুলোর মূল্যায়নের লক্ষ্য ও পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ; এটি দক্ষতানির্ভর নয়। বর্তমান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের ওপর কতটুকু জ্ঞান অর্জন করল তা যাচাই করা হয়; শিক্ষার্থীর সার্বিক দক্ষতার বিষয়টি উপেক্ষিত থাকে। যতদিন না সার্বিক দক্ষতার চিত্র পরীক্ষার ফল থেকে পাওয়া যাবে, ততদিন পরীক্ষার ফলকে শিক্ষার মানোন্নয়নের সূচক বলা যাবে না। তাই মূল্যায়ন বা পরীক্ষাপদ্ধতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। মূল্যায়নে সঠিক পদ্ধতি ও কলা-কৌশল অনুসৃত না হলে মেধার প্রকৃত যাচাই উপেক্ষিত থেকে যাবে। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা পাঠদানের চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে কঠিন কাজ। বর্তমানে প্রবর্তিত সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে যথাযথভাবে মূল্যায়ন হচ্ছে না বলে অনেকের বিশ্বাস।

অধিক নাম্বার নিয়ে পাস করা আর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করা এক কথা নয়। এ কারণে দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করেও একজন শিক্ষার্থী বাস্তবজীবনের অর্জিত শিক্ষা বা দক্ষতার প্রয়োগ ঘটাতে পারছে না। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত এ কথার সত্যতা লক্ষ্য করা

শিক্ষার মান এককভাবে শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল নয়। দেশের সব শিক্ষার্থী পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেও বলা যাবে না যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গুণগতমানের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে। শিক্ষার মান নির্ভর করে শিক্ষাক্রমের সফল বিস্তারণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠনের ভৌত অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধা, মানসম্মত শিক্ষক, গুণগত শিক্ষাপ্রশাসনের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর। তাই বলা যায়, কেবল ফল বা জিপিএ বৃদ্ধি অথবা হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শতভাগ পাসের হিসাব দিয়ে দেশের শিক্ষার মান কোনোভাবেই বিচার করা যায় না।

শিক্ষণ-শেখানোর সামগ্রী, শিক্ষার আয়োজন ও শিক্ষাদান পদ্ধতি সেকেলে, শিক্ষণের আধুনিক কলা-কৌশল বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি সমস্যার সমাধান না করে আমরা শিক্ষাকে কীভাবে মানসম্মত স্তরে নিতে পারলাম সেটি একটি বড় প্রশ্ন হিসেবে থেকে যায়। দুর্ভাগ্যজনক কথা হলো আমরা অদ্যাবধি সরকারগুলোর সফলতা-ব্যর্থতা নিরূপণ করি পরীক্ষার পাসের হারের মাধ্যমে। বিদেশ থেকে কত বেশি ঋণ বা অনুদান আনতে পারল তার ওপর যেমন অর্থমন্ত্রীর যোগ্যতা নির্ণয় করা হয়; সেভাবে পাসের হার বৃদ্ধি বা হ্রাসকে সরকারের সফলতা বা ব্যর্থতা হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত। সে কারণে সরকার শিক্ষার মান না বাড়িয়ে পাসের হার বাড়ানোর চেষ্টায় সরকারগুলো লিপ্ত হয় বেশি। অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীর পাসের বিষয়টিকে সরকারগুলো রাজনৈতিক সফলতা হিসেবে বিবেচনা করতে তৎপর। কৃষি বা শিল্পক্ষেত্রে পরিমাণ বিবেচ্য হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে পরিমাণ নয়, মানই বড় কথা। এ কথা সরকারকে উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষার মান এককভাবে শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল নয়। দেশের সব শিক্ষার্থী পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেও বলা যাবে না যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গুণগতমানের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে। শিক্ষার মান নির্ভর করে শিক্ষাক্রমের সফল বিস্তারণ, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠনের ভৌত অবকাঠামো সুযোগ-সুবিধা, মানসম্মত শিক্ষক, গুণগত শিক্ষাপ্রশাসনের উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর। তাই বলা যায়, কেবল ফল বা জিপিএ বৃদ্ধি অথবা হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শতভাগ পাসের হিসাব দিয়ে দেশের শিক্ষার মান কোনোভাবেই বিচার করা যায় না।

আশরাফুল আযম খান : শিক্ষক ও কলামিস্ট, সহযোগী অধ্যাপক, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ
asrafshebu@gmail.com